দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষা-ছাত্র-রাজনীতি

"শিশুরাই জাতির ভবিষৎ, যুবকরাই জাতির কর্ণধার এবং শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"— এ চরম সত্যকে সবাই স্বীকার করার পরও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় তাদের পদচারণা জোড়ালো হয়ে উঠতে পারছে না। নতুন কিছু সৃস্টির সন্ধানে আমরা সবাই যুব সমাজের উপর বেশ আশাবাদী। অভিজ্ঞতার আলোকে অভিভাবকরাও এ কথাকে অস্বীকার করতে পারেন না।

শহরের হাতেগোনা কিছু সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া গ্রামাঞ্চলের বা মফস্বলের স্কুল-কলেজগুলো রাজনীতি মুক্ত বলা চলে। কারণ সেখানে স্বজনপ্রীতি রক্ষার জন্য 'ব্যক্তি-রাজনীতি' এতই উর্ধ্বে যে, জাতীয় বা দলীয় রাজনীতি ছাত্র সমাজের কাছে তেমন প্রাধান্য পায় না। আর পেলেও তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক 'ছাত্র-রাজনীতি নামে পরিচিত নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বা শহর কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ছাত্র-রাজনীতির বিরুদ্ধে যারা কথা বলছেন, তারা কি সত্যিকার অর্থে ছাত্র-রাজনীতির উচ্ছেদ চান? যদি তাই হয় তবে শিক্ষাঙ্গনে এখনো কেন অস্ত্রের ঝনঝনানির দাপটে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে? ছাত্র সমাজকে সমরসাজে সজ্জিত করে যারা, তারাই যদি নীতিবাক্য আওরায় 'ছাত্রদের অস্ত্রযুক্ত রাখতে হবে'— তখন বিদ্রুপের হাসি ছাড়া আর কি উপহার দেয়া যায়। তবে এ প্রশ্ন থেকেই যায়— ছাত্ররা অস্ত্র পায় কোথেকে? কে দেয় তাদের অস্ত্র নির্মাণের সামগ্রী?

নাগরিক হিসেবে রাজনীতি করা সবার গণতান্ত্রিক অধিকার বা সহজাত প্রবৃত্তি। এ অধিকারকে খর্ব করে কারা? হয়তো তাঁরা ভুলে গেছেন ১৯৫২, ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালের কথা। ছাত্র ও যুব সমাজের প্রাণপণ চেষ্টায় আমরা সবক'টি ক্রান্তিলগ্নে উত্তীর্ণ হয়েছি। অসলে রাজনীতি বলতেই বর্তমান সমাজ বিষাক্ত একটি কালকেউটের কথা ভাবেন। আর এর খারাপ দিকটির কথা মুখরোচক আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ধ্বংসের রাজনীতি কেউই পছন্দ করেন না— ছাত্ররাও না: তবে কিছু সংখ্যক ছাত্র অদৃশ্য কালো হাতের স্বীকার। আমরা সমাজের কাছে মুক্ত স্বাধীন উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী সুস্থ রাজনীতি চাই।

শিক্ষার সঙ্গে ছাত্র যেমন ওতপ্রতোভাবে জড়িত, ছাত্রের সঙ্গে রাজনীতিও তেমনিভাবে জড়িত। অর্থাৎ শিক্ষা-ছাত্র-রাজনীতি। ছাত্র বিবর্জিত রাজনীতি কোন দিনই কোন বিপ্লবী সংস্কার আনতে পারে না। তাই ছাত্র-রাজনীতি প্রয়োজন— দেশ ও জাতির জন্য। সংস্কৃতির নামে যেমন অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটানো যায় না, তদ্রুপ রাজনীতির নামে ধ্বংস ও হিংসার রাজনীতি চলতে দেয়া যায় না। দেশের আইন-কানুন, শাসন ব্যবস্থা ভেস্তে যাবে আর ছাত্ররা নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে— তা কোনদিন হয় না। তাই সামগ্রিক হতাশাকে মুক্ত করে প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করার জন্য ছাত্র ও যুব সমাজ সবার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থী। আর যুদ্ধ নয়— যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি— এবার শান্তি চাই, স্থিরতা চাই।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী পান্না